لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ সন ১৬শ সংখ্যা

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদা তাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী অনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	কোরআন করীম অনুবাদ	--	১
২।	ধর্মের উদ্দেশ্য	.. ..	৩

হায়াতে তাইয়েবা (প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের পবিত্র জীবন চরিত।

ডিমাই ১/৮ চারি শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

● খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জমাত

মওদুদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্‌মী সমালোচনা। মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক,
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

তহরিক জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ

উভয়েরই নব বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে সকলেই পূর্বাপেক্ষা অধিক 'ওয়াদা' করুন এবং বকেয়া থাকিলে তাহা আদায় করুন।

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৬শ বর্ষ :: ৩০শে ডিসেম্বর : ১৯৬২ সন :: ১৬শ সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বকরাহ

ষোড়শ রুকু ; বার আয়াত ; ১৩০—১৪১

১৩১। যে আত্মমর্যাদাবোধ হারাইয়াছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মমত হইতে অন্য কেহ বিমুখ হইতে পারে না এবং নিশ্চয় আমরা তাহাকে এই পৃথিবীতে বিশিষ্ট করিয়া নিয়াছিলাম এবং পরকালে সে সাধুসজ্জনগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৩২। যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি (আমার নিকট) আত্মসমর্পণ কর," সে বলিয়াছিল, "আমি সর্বজগতের প্রতিপালক (আল্লার) সমীপে আত্মসমর্পণ করিলাম।

১৩৩। এবং ইব্রাহীম ও য়্যাকুব তাহাদের সন্তানগণকে অসিয়ৎ করিয়াছিল, "হে বৎসগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য (আত্ম-সমর্পণের) ধর্মকে পছন্দ করিয়াছেন। অতএব, আত্মসমর্পণকারীর অবস্থা ব্যতীত যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।"

১৩৪। (হে য়াহুদিগণ!) যখন য়্যাকুবের মৃত্যু-কাল আসন্ন হইয়াছিল, তোমরা কি তাহার নিকট উপস্থিত ছিলে?—যখন সে তাহার সন্তানগণকে বলিয়াছিল, "আমার মৃত্যুর পর তোমরা কাহার এবাদত করিবে? তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা তোমার উপাস্য—তোমার পিতৃপুরুষগণ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য—যিনি একমাত্র উপাস্য, তাঁহার এবাদত করিব এবং আমরা তাঁহারই সমীপে আত্ম-সমর্পণকারী রহিব।"

১৩৫। তাহারা এক জাতি ছিল। নিশ্চয় তাহারা গত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের জন্য তাহাদের কর্মফল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল। এবং তাহারা যাহা করিতেছিল, সে সম্বন্ধে তোমাদের নিকট কৈফিয়ৎ চাওয়া হইবে না।

১৩৬। এবং তাহারা (য়াহুদী ও খৃষ্টানজাতি) বলে, "তোমরা য়াহুদী বা খৃষ্টান হইয়া যাও, তাহা হইলেই সুপথ প্রাপ্ত হইবে।" তুমি (হে মুহাম্মদ) বল, "বরং আমি ইব্রাহীমের ধর্মমত তওহীদের অনুসরণ করিব এবং তিনি অংশীবাদী ছিলেন না।"

১৩৭। (হে মুমিনগণ) তোমরা বল, 'আমরা আল্লার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার উপর এবং যাহা ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইস্‌হাক, য়াকুব ও তাহাদের বংশধরগণের প্রতি নাযিল করা গিয়াছে, তাহার উপর এবং মূসা ও ঈসাকে যাহা দান করা হইয়াছে, তাহার উপর এবং (অন্য) নবিগণকে যাহা দান করা হইয়াছে, তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ করি না। এবং আমরা তাঁহার (আল্লার) নিকট আত্মসমর্পণকারী।"

১৩৮। যদি তাহারা তোমরা যেভাবে ঈমান আনিয়াছ সেইভাবে ঈমান আনয়ন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হইবে; এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তবে (জানিয়া রাখিও) নিশ্চয় তাহারা বিরোধিতায় লিপ্ত। এমতাবস্থায় তাহাদের মোকাবেলায় তোমার পথে আল্লাহ্‌-ই যথেষ্ট; এবং তিনিই (সকল কথা) সম্যক শুনেন এবং (সকল বিষয়) সম্যক জানেন।

১৩৯। (হে লোকগণ) তোমরা আল্লার রঙে রঙীন হও। আল্লার রঙের চেয়ে এমন সুন্দর রঙ আর কাহার আছে? অতএব, (কার্য্যকরীভাবে বল) আমরা একমাত্র তাঁহারই উপাসনায় ব্রতী।

১৪০। বল (হে মুহাম্মদ) "তোমরা কি আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিবাদ করিতে চাও? অথচ তিনি আমাদের ও তোমাদের সকলেরই প্রভু এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্ম (ফল) এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম (ফল) এবং আমরা বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র তাঁহারই (এবাদত করি)।

১৪১। তোমরা কি বলিতে চাও যে, ইব্রাহীম ইস্মাঈল, ইস্হাক, য়্যাকুব ও তাঁহার সন্তানগণ (যাহারা নবী ছিল) সকলই য়াহুদী বা খৃষ্টান ছিল? বল (হে মুহাম্মদ) "তোমরা অধিকতর জ্ঞানী, অথবা আল্লাহ্?" এবং যে ব্যক্তির নিকট আল্লার পক্ষ হইতে সমাগত সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উহা গোপন করে, তাহার চেয়ে অধিকতর অত্যাচারী আর কে হইতে পারে? এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন নহেন।

১৪২। তাহারা এক জাতি ছিল। নিশ্চয় তাহারা গত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের জন্য তাহাদের কর্ম (ফল) এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম (ফল) এবং তাহারা যাহা করিতেছিল, সে সম্বন্ধে তোমাদের নিকট কোন জওয়াব তলব করা হইবে না।

ধর্মের উদ্দেশ্য

—স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁ

[১৯২৪ সনের ২৭শে জানুয়ারী, লাহোর হাবিবিয়া হলে অনুষ্ঠিত 'সর্ব ধর্ম সম্মেলনীতে' বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সম্মুখে প্রদত্ত বক্তৃতা। বক্তৃতাটি এখনো তেমনি নূতন যেমন তখন ছিল। —সঃ আ:]

আল্লাহ্-তা'লার শোকর, তিনি বিভিন্ন ধর্ম মতাবলম্বীদিগকে আপন আপন ধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশের সুযোগ দিয়াছেন, যাহাতে প্রত্যেক ধর্মের সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে সকলেই চিন্তা করিতে পারেন। তারপর, সালাত ও সালাম হযরত খাতামুন্-নাবীয়ীনের উপর হউক, যিনি

বিভিন্ন ধর্ম সমর্থকগণের একই মজলিসে সম্মিলিত হওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। তার-পর বহু রহমত ও বরকত হযরত মসিহ্ মাওউদ জারিউল্লাহু ফি হুলালিল্ আম্বিয়ার উপর হউক, যাঁহার সময়ে এই রীতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। তিনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে শান্তিপূর্ণ ধর্ম প্রতিযোগিতার যে উপায় উপস্থিত করিয়ছেন। তাহা হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, পৃথীবীতে সত্যের জয় হইবে এবং সদাত্মাগণ তাহা গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করিবেন।

ইহার পর আমি বলিতে চাই, যেহেতু আমি কোরআন করীমের পক্ষে এই সম্মেলনী আহ্বায়কগণের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দাঁড়াইয়াছি, সেই হেতু কোরআন করীম হইতেই প্রত্যেক বিষয় উপস্থিত করা সমীচীন মনে করি। কারণ, আমার মতে ইহা একান্ত জরুরী যে, প্রত্যেকেই যিনি কোন কেতাব মানেন এবং সেই কেতাবকে 'ঐশী-গ্রন্থ' বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি সকল কথা সেই কেতাবেরই ভিত্তিতে উত্তর করিবেন এবং তিনি তাঁহার সমর্থনের অধিকারকে এত প্রসারিত করিবেন না যে, তিনি যেন নিজেই একটি ধর্ম-গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। সুতরাং, আমি আমার বক্তৃতা শুধু কোরআন করীমের ভিত্তি-মূলেই করিব এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া আমার কোনই সামর্থ্য নাই।

যে বিষয় সম্বন্ধে আজ আমাকে আমার ধর্ম-মতের পরিপেক্ষিতে কিছু বর্ণনা করিতে হইবে, তাহা হইতেছে ধর্মের উদ্দেশ্য কি?

অতি অল্প কথায়, এই প্রশ্নের উত্তর হইল ধর্মের উদ্দেশ্য মানব জীবনের সফলতা (ফেলাহ্) এবং উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভ। অর্থাৎ, মানুষের দুইটি জীবন আছে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রথম জীবন কাল। তার পর, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কাল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকলেই এই দুইটি জীবন কাল স্বীকার করেন। ইস্‌লাম এই উভয় কালের জন্য সতন্ত্রভাবে ইহাদের উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়াছে। (১) ইতর প্রাণী সাধারণ অবস্থা হইতে মানুষকে 'মানুষের' পর্যায়ে আনা। (২) নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-গুলিকে সংশোধিত করিয়া উন্নত ও মহান চরিত্রে সুশোভিত করা। (৩) মানুষের মনে খোদার পথ অন্বেষণের আগ্রহ সৃষ্টি করা। (৪) খোদার প্রিয় করা ও তাঁহার গুণাবলীর প্রতীকে পরিণত করা। সেইরূপ, পরবর্তী জীবনের উদ্দেশ্য হইল: (১) পূর্ণতম পবিত্রতা (২) অনন্ত জীবন (৩) অনন্ত সুখ। (৪) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট।

প্রথম উদ্দেশ্য

ধর্মের প্রথম উদ্দেশ্য যাহা ইস্‌লাম শিক্ষা দিয়াছে এবং আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইল সাধারণ ইতর প্রাণীর জীবন হইতে বাহির করিয়া মানুষকে ইন্‌ছানিয়তের পর্যায়ে আনায়ন করা। ইহা কোন গোপন কথা নয়

যে, সাধারণতঃ ইতর প্রাণীগুলির মধ্যে সমাজিকতা বা সভ্যতা পাওয়া যায় না। যে সকল প্রাণীর মধ্যে সমাজিকতার কোন কোন লক্ষণ আছে, পিপীলিকাগণ তাহাদের অন্যতম। পিপীলিকারা মিলিতভাবে এক স্থানে বাস করে, সহর তৈয়ার করে। শীত গ্রীষ্মের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে এবং আপোষে নানা প্রকার কাজ বিভাগ করিয়া নেয়। কেহ খাদ্য দ্রাব্যের সন্ধান করে, কেহ খাদ্য দ্রব্য গৃহে পৌঁছায়, কেহ তাহা পরিষ্কার করে। তারপর, মৌসুম অনুযায়ী শীতের জন্য গরম গৃহ এবং গ্রীষ্মের জন্য অপেক্ষাকৃত নীচে বাসস্থান নির্মাণ করে। আহতদিগকে আনার জন্য তাহাদের এক দল নিযুক্ত থাকে। কেহ কেহ অন্য কীটদিগকে তাহাদের এবং তাহাদের সন্তানের আহারের জন্য তেমনিভাবে পালন করে যেমন মানুষ গরু-মহিষ পালন করিয়া থাকে। মধুমক্ষিকাগণ মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহাদের একজন রাণী থাকে। সেই রাণীর আদেশে সকল মক্ষিকা মিলিয়া তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ ও বিভাগ করে। তাহার নির্দেশ ও তাহার পছন্দ মত তাহাদের ঘর তৈরি করে। এই প্রকার আরো কোন কোন প্রাণী আছে। উহাদের সকলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহাদের সমাজিকতা যদিও একটা উত্তম সংগঠন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু এই সমাজিকতার ভিত্তি নৈতিক চরিত্র নয় এবং এই বিষয়ে মানুষের যোগ্যতা ও শক্তি তাহাদের নাই। আমরা তাহাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, সাধারণতঃ মানবেতর প্রাণগুলি একটা সাময়িক উত্তেজনার অধীনে কাজ করে। উহাদের কাজে কোন দীর্ঘ সময়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে না এবং প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রেরণা পাওয়া যায় না। মানবেতর যে সকল প্রাণীর মধ্যে এক সীমা পর্যন্ত সভ্যতা থাকে, তাহাও তাহাদের বাসস্থান বা সহর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্থলে, পিপীলিকাদের একটা বস্তি যদিও পারস্পারিক অধিকার বিনষ্ট করে না বা মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে, তবু তাহারা অন্য বস্তির প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নয়, বা তাহাদের দ্রব্য অবৈধ মনে করে না; বরং যে জিনিষই তাহারা যেখানেই পায়, বৈধ মনে করে। স্বত্ব-স্বামিত্বের এই ব্যাপক ধারণা যে তাহারা বাদেও অন্য প্রাণীরা আপানাপন দ্রব্যের মালিক, ইহা তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। মানবেতর প্রাণীগুলির ক্ষুধা হইলে যেখান হইতেই তাহারা কোন খাদ্য দ্রব্য পায়, ভক্ষণ করে। কাম বৃত্তির উত্তেজনা হইলে যেখান হইতেই সম্ভব-পর হয়, কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে এবং এই নয় যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুর্বলতা বশতঃ এইরূপ করিয়া থাকে। বরং গোটা জাতিই ইহাকে কোনরূপ দোষ জনক ক্রিয়া মনে করে না। তাহাদের কোন প্রবৃত্তির উপরই বুদ্ধি শাসন করে না। কোন কার্যের জন্যই কোন প্রকার দোষারোপ নাই। ধর্মের প্রথম উদ্দেশ্য এই অবস্থা হইতে বাহির করিয়া মানুষকে মানুষের পোষাক পরিধান করান।

কোরআন করীম ইহার বিরুদ্ধবাদীদিগকে তাহাদের এই প্রকার অবস্থার প্রতিই মনোযোগ আকর্ষণ পূর্বক বলে যে, এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন খোদা-তা'লা বলেন :—

"ওলাকাদ্ যারানা লে-জাহান্নামা কাসীরাম্ মিনাল্ জিন্নে ওআল্-ইন্‌সে, লাহুম্ কুলুবুল্ লাইয়াফ্‌কাহুনা বেহা ও লাহুম্ আইয়ুনুল্ লা ইয়ুবসেরুনা বেহা, উলায়েকা কাল্-আন্‌আমে, বাল্ হুম আযাল, উলায়েকা হুমুল্ গাফেলুন।" ['সুরাহ্ আ'রাফ', ২২ রুকু] "ওআল্‌লাযীনা কাফারু ইয়ামাত্তাউনা ও ইয়াকুলুনা কামা তাকুলুল্ আন্-আ'মু ওয়ান্-নারু মাস্‌ওয়া লাহুম।" ['সুরাহ্ মুহাম্মদ', রুকু—২]

অনুবাদ :

"নিশ্চয়ই বহু জ্বন ও মানুষ আমাদের তৈরি জাহান্নামের কবলে নিপতিত হইতেছে। তাহাদের দেল্ আছে। তদ্বারা বুঝিয়া শুনিয়া কাজ নেয় না। তাহাদের চক্ষু আছে। তদ্বারা কোন ফল লাভ করে না। তাহাদের কান আছে। তদ্বারা তাহারা শোনে না। এই সকল ব্যক্তিকে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মনে করিতে হইবে। বরং তাহাদের চেয়েও ইহারা গুমরাহ্। কারণ ইহারা গাফীল, অথচ মানবেতর জন্তুগুলি যোগ্যতার অভাবে এই প্রকার অবস্থায় নিপতিত।"

অর্থাৎ, যদিও তাহাদিগকে উন্নতিশীল অন্তঃকরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যদ্বারা তাহারা তাহাদের প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব করিতে পারিত, যদিও তাহাদিগকে চোখ ও কান দেওয়া হইয়াছিল, যদ্বারা তাহারা যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিত—তাহারা গাফিলিয়ত করিয়াছে এবং বেপরওয়া রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের এই সকল শক্তি চতুষ্পদ জন্তুগুলির ন্যায় শুধু প্রবৃত্তির উত্তেজনা পূর্ণ করায় ব্যয় করিয়াছে। সুতরাং, তাহারা চতুষ্পদ জন্তু হইতেও অধম। কারণ, চতুষ্পদ জন্তুরা যাহা করে, তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি অনুযায়ী করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা তাহাদের উন্নতির উপকরণগুলিকে উপেক্ষা করিয়া এই অবস্থা ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় আয়েতের অনুবাদ এই :

"যে সকল ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম মানে না, তাহারাও পার্থিব বস্তু দ্বারা লাভবান হয়, পানাহার করে ; কিন্তু তাহাদের এই প্রকার লাভবান হওয়া এবং পানাহার চতুষ্পদ জন্তুদের পানাহারের ন্যায়। এই জন্য আগুন তাহাদের ঠাঁই।" অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তুগুলি যেরূপ তাহাদের স্বাভাবিক উত্তেজনা ও প্রবৃত্তির তাড়নার সময় জ্ঞান ও বিচার দ্বারা কোন মীমাংসা করে না, বরং প্রকৃতিক উত্তেজনার বশবর্তিতায় তাহাদের প্রবৃত্তিগুলি পূর্ণ করিবার পিছনে সম্যক ধাবিত

হয়, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি ধর্ম অস্বীকার করে, প্রবৃত্তির তাড়ানায় তাহাদের যাবতীয় কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং, ধর্মের প্রথম উদ্দেশ্য এই প্রকার মানুষকে সভ্য করা, তাহার নিজের ও অপরের হক্ শিক্ষা দেওয়া এবং তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর শরীয়ত ও বিচার শক্তির প্রভুত্ব স্থাপন এই উদ্দেশ্যের প্রতি কোরআন করীমের নিম্ন-লিখিত আয়েতে নির্দেশ আছে :—

"ও লাকাদ্ আরসাল্না রুসুলুনা বিল্ বাইয়েনাতে ও আন্যাল্না মাআ'হুমুল্ কেতাব ওয়াল্ মীযানা, লেইয়াকুমান্-নাসু বিল্-কিস্তে।"

['সূরাহ্ হাদীদ,' রুকু ৩]

অনুবাদ :

"নিশ্চয়ই পয়গম্বরগণকে আমরা পাঠাইয়াছি এবং তাঁহাদের সঙ্গে কেতাব ও বিচার শক্তি দিয়াছি, যাহাতে মানুষ ন্যায় ও বিচারের উপর কায়েম হয়।"

প্রকাশ থাকে যে, মানুষ তবেই ন্যায়-পরায়ণতা ও সুবিচারের উপর কায়েম থাকিতে পারে, যদি তাহার হক্ নির্দিষ্ট হয় এবং প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তিগুলিকে যুক্তি ও শরীয়তের অধীনে আনে। কারণ, 'ইন্সাফ' (বিচার শীলতা) 'জুলুমের' (অত্যাচারের) বিপরীতার্থক। 'জুলুম' অন্যের হক্ নিজের জন্য বা অন্যের জন্য অপহরণকে বলে। সুতরাং, এই উদ্দেশ্য সেই ধর্মই পূর্ণ করিতে পারে, যে ধর্ম প্রতি স্তরের মানুষের বরং জীব জন্তুর হক্গুলিও নির্দিষ্ট করে এবং তাহাদের হক্ সমূহকে প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে রক্ষার জন্য যৌক্তিক প্রমাণ ও তত্ত্ব বর্ণনা করে, যদ্দারা মানুষ নিরাপত্তা লাভ করিতে পারে, আপন সীমানা হইতে মানুষের পা বাহির না হইয়া পড়ে এবং অন্যের হক সেচ্ছায় ও সাগ্রহে আদায় করে। কোরআন করীম এই উদ্দেশ্যকে চরমে পৌঁছাইয়াছে এবং সর্ব প্রকার জুলুমের পথগুলি রোধ করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম, সর্বাপেক্ষা বড় অবিচার ও অন্যায় আল্লাহ্তা'লার 'শরীক' করা। এই জুলুমকে ইস্লাম যতখানি দূরীভূত করিয়াছে এবং ইহার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে, অন্য কোন ধর্ম তাহা করে নাই। আল্লাহ্ তালা কোরআন করীমে বলেন :—

"লাতুশ্রেক বিল্লাহ্; ইন্নাশ্-শের্কা লা-যুলুমুন আযীম।"

['সুরাহ লুক্মান,' রুকু ২]

"আল্লাহ্র সহিত শরীক করিও না। কারণ, শেরেক সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম।" ইহা যুক্তি হিসাবেও একেবারে স্বতঃ-সিদ্ধ কথা। সেই প্রকৃত মালিক, যিনি দেহ ও আত্মার স্রষ্টা এবং যিনি মানুষের উন্নতির অগণিত উপায় উপকরণ ও সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা যে নিজে কাহারো কোন উপকার করিতে পারে

না এবং নিজে নিজে স্বধীনও নয়, বরং অন্যের মুখাপেক্ষী—তারপর, আপন উপকারীর এহ্‌সান সমূহকে অন্যের প্রতি আরোপ করা, তাঁহার শোকর না করা এবং স্বয়ং উপকারীকেই ভুলিয়া যাওয়া – সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম। কারণ, জুলুম বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে যে হক্ নষ্ট করা হয়, উহা বড় বা ছোট হওয়ার উপর। প্রকাশ থাকে যে, বান্দার উপর আল্লাহ্-তা'লার যে হক্ আছে, অন্য কোন অস্তিত্বের হক্ উহার সমকক্ষতা করিতে পারে না। সুতরাং, এই হক্ উপেক্ষা করাই সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম। সভ্যতা কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করিতেই পারে না এবং 'ইন্‌সায়িং' বা মনুষ্যত্ব কদাচ উহার প্রকৃত রূপ ধারণ করিতেই পারে না, যে পর্যন্ত এই হক্ কায়েম করা না হয় এবং ইহাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টাকে রোধ করা না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বহু ধর্ম ইহাকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে এবং যে সকল ধর্ম ইহার প্রতি মনোযোগী হইয়াছে, তাহারাও তেমন সুচারুরূপে করে নাই, যেমন ইস্‌লাম করিয়াছে।

আল্লাহ্-তা'লার হক্ কায়েম করিবার পর জাগতিক রাষ্ট্রগুলির কর্তব্য ও অধিকারের সীমা নির্ধারণ প্রকৃত সভ্যতার পক্ষে একান্ত জরুরী। সুতরাং, সত্য ধর্মের ইহাও কর্তব্য যে, উহা ঐ সকল নীতি সমূহও বর্ণনা করিবে যদ্দারা সভ্যতার এই শাখাও সম্পূর্ণতা লাভ করে। রাষ্ট্র শাসক ও জন সাধারণের কর্তব্য পৃথক, পৃথক বর্ণনা করিবে। প্রত্যেককেই তাহার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অনুপ্রাণিত করিবে। কোরআন করীম এই ফরযও আদায় করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা এবং রাষ্ট্রপতি কতৃক জনগণের প্রতি ইন্‌সাফ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

"ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু-কুম্ আন্-তু-আদ্দুল্-আমানাতে ইলা আহ্‌লেহা ওইযা হাকাম্-তুম্ বাইনান্নাসে আন্ তাহ্‌কুমু বিল্‌আদলে, ইন্না-ল্লাহা নেএ'ম্মা ইয়াইযুকুম বেহি ; ইন্নাল্লাহা কানা সামীয়াম্ বাসীরা। ইয়া-আইয়ুহা-ল্লাযীনা আমানু, আতিউল্লাহা ও আতিউ'র্ রাসুলা ও উলিল্-আম্‌রে মিনকুম্, ফাইন্ তানাযা'তুম্ ফি শাই-ইন্ ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহে ওআর্-রাসুলে ইনকুম্ তুমেনুনা বিল্লাহে ও-আল্-ইয়াওমিল্ আখেরে। যালেকা খাইরুওঁ ও আহ্‌সানু তাবীলা।"

[সুরহ্ নেসা, রুকু ৮]

অনুবাদ :

"আল্লহ্-তা'লা তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, আমানতের যোগ্য ব্যক্তিদের হস্তে আমান সপোর্দ করিবে এবং ইহাও আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা যখন লোকের হাকিম হও, তখন তোমরা ইন্‌সাফের সহিত হুকুমত করিবে। আল্লাহ্-তা'লা

তোমাদিগকে অত্যন্ত উচ্চ বিষয়ের নসিহত করিতেছেন। কারণ তিনি দেখেন ও শোনেন। হে ইমানদারগণ, আল্লাহ্‌র আজ্ঞানুবর্তিতা করিবে এবং রসুলের আনুগত্য করিবে এবং তোমাদের শাসকদেরও আদেশ পালন করিবে। যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ ঘটে, তবে তোমরা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের নিকট সেই বিবাদ উপস্থিত করিবে, যদি আল্লাহ্‌ এবং ভবিষ্যৎ কালের উপর তোমাদের ইমান থাকে। এই পথ অত্যন্ত ভাল এবং পরিণামের দিক হইতে অতি উত্তম।"

এই আয়াতগুলিতে নিম্ন লিখিত বিষয়ে পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম, খলিফা সুলতান ও আমীর নির্বাচনে এবং তাঁহাদের পক্ষে অভিমত প্রকাশের সময়ে তাঁহাদের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। কারণ, দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার কোন অযোগ্য লোকের উপর অর্পণ করা হইলে, অন্য কথায় সেই কার্যকে নষ্ট করা হয় মাত্র। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, শাসন ভার অর্পণ তাহাদের কাজ, যাহাদের উপর কেহ শাসন করিবে, বা ঐ সকল ব্যক্তির উপর ন্যাস্ত থাকে, যাহারা তাহাদের প্রতিনিধি। কারণ, যদি এই প্রকার না হইত এবং ইস্‌লামের মতে উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রভার সমার্পিত হইতে পারিত, তবে কেন বলা হইয়াছে যে শাসনকর্তা নিয়োগের সময় দেখিবে যে, কোন যোগ্য ব্যক্তিকে দেশের সর্দার করিতেছ— না, কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে করিতেছ? যে সকল 'রাষ্ট্র কর্তৃত্ব' ওয়ারিশী সূত্রে বর্তে, ঐগুলিতে কোন অভিমত নেওয়া হয় না এবং লোকের উপরও কোন দায়িত্ব থাকে না।

দেখুন, এই নীতি কত পবিত্র এবং কি প্রকারে শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণ ও সহায়ক এবং কিরূপে ইহা মনুষের উন্নতির প্রেরণা জন্মায়। পৃথিবীতে বহু অত্যাচার শুধু এই হক্‌ না বুঝিবার কারণে ঘটিয়া থাকে, যাহা ইস্‌লাম এবং শুধু ইস্‌লামই বর্ণনা করিয়াছে। এই অধিকার না বুঝিবার ফলে জাতিগণ বহু উন্নতি হইতে বঞ্চিত থাকে। যদি ইসলামের এই আদেশের অধীনে রাষ্ট্রভার সর্বদাই দেশের সর্বোৎকৃষ্ট মস্তিষ্কগুলির উপরে সপোর্দ করা হয়, তবে নিশ্চয়ই দিনে দ্বিগুণ রাত্রিতে চতুর্গুণ উন্নতি হইবে এবং মানব জাতি অত্যাশ্চর্যভাবে দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। তৃতীয় বিষয় এই বলা হইয়াছে যে, কেহ কোন শাসন ক্ষমতা, রাষ্ট্রভার, সাল্‌তানাত বা খেলাফত প্রাপ্ত হইলে, তাহার কর্তব্য প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসায় ন্যায়পরায়ণতা ও পূর্ণমাত্রা ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কারণ, তাহাতেই হুকুমতগুলি কায়েম থাকে এবং প্রজাগণ ফ্যাসাদ হইতে নিরাপদ থাকে। তারপর, খোদা-তা'লা তাঁহার দুইটি সিফত 'সামী ও বসীর' বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি খুব শুনেন ও দেখেন। এই জন্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাসক নির্বাচন বা প্রজার প্রতি সদ্ব্যবহার সাধারণ বিষয় নয়। ইহা উপেক্ষিত হইলে অত্যন্ত ব্যাপক ও বহু দূরগামী প্রতিক্রিয়া

হইবে। সুতরাং, এই সকল বিষয়ের মীমাংসার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একজন 'ফরিয়াদ-শ্রোতা' ও 'অবস্থা পর্যবেক্ষক' খোদার সহিত এগুলির সম্পর্ক আছে। যদি তোমরা তাঁহার বান্দাগণের উপর একজন অনুপযুক্ত শাসক নিয়োগ কর, বা কোন শাসক 'শাসন ক্ষমতা' লাভ করিবার পর অসঙ্গত কার্য করে, তবে খোদা-তা'লা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। চতুর্থ বিষয় এই বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ এবং রসুলের অজ্ঞানুযর্তিতার সহিত কতৃপক্ষের আজ্ঞানুবর্তিতাও অত্যাবশ্যক। কারণ 'ওয়াজেবুল্ এতাআত' ইমামের (অবশ্য অনুসরণীয় নেতার) অধীনতা অবলম্বন না করিলে একতা অন্তর্হিত হইবে এবং কোন মীমাংসাই কার্যকারী হইবে না। পৃথিবীতে সুশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মীমাংসাকে শেষ মীমাসা বলিয়া গৃহীত না হয়, কোন মোকদ্দমা কদাচ শেষ হইতে পারে না।

সভ্যতা কায়েম করিবার জন্য ইহাও অত্যাবশ্যক যে, সত্য ধর্ম গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা চরিতের নীতিও বর্ণনা করিবে। কারণ তাহা বর্ণনা না করিলেও ন্যায়পরায়তা, সুবিচার ও সীমা পালন, ইন্‌সাফ, আদল ও সহানুভূতি কায়েম থাকিতে পারে না এবং এই সমুদয় বিষয় এমন যে, এগুলিই সভ্যতার ভিত্তি। সুতরাং, ধর্মের কর্তব্য, ইহা সমস্ত সম্পর্কগত হক্ নির্ধারণ করিবে। পিতা পুত্রের প্রতি কি ব্যবহার করিবে, পুত্র পিতার প্রতি কি ব্যবহার করিবে, ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি কি ব্যবহার করিবে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি কি ব্যবহার করিবে—বর্ণনা করিবে এবং ইহাও বর্ণনা করিবে যে, একের অর্থের উপর অন্যের হক কি? কারণ, অধিকাংশ জুলুম ও ফ্যাসাদ এই সকল বিষয় হইতেই সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ পাশবিক উত্তজনা এই সকল সমস্যা সমাধানের অভাবেই ঘটিয়া থাকে।

ইস্‌লাম গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা চরিতের নীতি সম্বন্ধেও বিস্তৃত ও সর্বাঙ্গীন বিধান দিয়াছে। আল্লাহ্-তা'লা বলেন:—

"ইয়া-আইয়্যুহাল্-লাযীনা আমানু কু আন্‌ফুসাকুম্ ও আহ্‌লিকুম নারা।" ['সুরাহ্ তহরীম,' রুকু ১] "ওআমুর্ আহ্‌লাকা বিস্-সালাতে ওয়াস্তাবের আলাইহা।" [সুরাহ্ তাহা; রুকু ৮] 'আর্-রেজালু কাওঁ-ওয়ামুনা আলান্-নেসায়ে বেমা ফায্যালাল্লাহু বা'যুহুম আ'লা বাযেওঁ ও বেমা আন্‌ফাকু মিন্ আমওয়ালেহিম্, ফাস্-সালেহাতু কানেতাতুন্ হাফেযাতুল্-লিল্-গাইবে বেমা হাফেযাল্লাহু।" ['সুরাহ্ নেসা,' রুকু ৬] "লির্-রেজালে নাসিবুম্ মিম্মা তারাকাল্ বেলুদানে ওআল্-আক্'রাবুনা ও লিন্-নেসায়ে নাসিবুম্ মিম্মা তারাকাল্ ওয়ালেদানে ওয়াল্-আকরাবুন।" ['সুরাহ্ নেসা', রুকু ১] "ও-ওয়াস্-সাইনাল্ ইন্-

সানা বেওয়ালেদায়হে এহ্সানা, হামালাৎহু উম্মুহু কুরহাঁও ও ওদাঅ্যাৎহু কুর্হান্ ও হাম্লুহু ও ফেসালুহু সালাছনা শাহ্রান্ হাত্তা ইযা-বালাগা আশুদ্দাহু ও বালাগা আর্বায়ীনা সানতান্, কালা রাব্বে আওযেনি আন্-আশ্কুরা নে'মাতাকাল্লাতী আনআ'ম্তা আ'লাইয়্যা ও আ'লা ওয়ালেদাইয়্যা ও আন্ আ'মালা সালেহান্ তার্যাহু, ওয়াস্-লেহ্লী ফি জুর্রিয়্যাতি, ইন্নি তুব্তু ইলাইকা ও ইন্নি মিনাল্ মুস্লেমীন।" ['সুরাহ্ আহ্কাফ,' রুকু ২]

অনুবাদ :

"হে ইমানদারগণ, তোমাদের নিজাত্মাকেও এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকেও আগুন হইতে রক্ষা করিবে। তুমি তোমার পরিজনকেও নামায পড়িবার আদেশ করিবে এবং নিজেও ধৈর্যের সহিত ইহাতে কায়েম থাকিবে। পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর শৃংখলা রক্ষার বিষয়ে কর্তৃত্ব করিবে। এক তো এজন্য যে, খোদা কাহকেও কাহাকেও কাহারো কাহারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।" [অর্থাৎ শক্তি, সামর্থ্যের দিক দিয়া পুরুষ গৃহের প্রধান রক্ষক। এ জন্য তাহার অভিমতই শেষ কথা হওয়া অত্যাবশ্যক।] "এবং এই কারণেও যে, পুরুষ তাহার অর্থ হইতে খরচ করে।" [ইহা সভ্যতার একটি সর্ববাদী স্বীকৃত নীতি যে, অর্থদাতাকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়। কারণ তাহার দায়িত্ব অধিক।] "সুতরাং, সুযোগ্যা ও সুভদ্রা মহিলাগণের উচিত তাহারা বাধ্যা হইবে এবং অগোচরেও তত্ত্বাবধান করিবে। কারণ, আল্লাহ্ পুরুষদের দ্বারা স্ত্রীলোকদের হেফাজত করিয়াছেন।" "পুরুষদেরও অংশ পাওয়া উচিত তাহা হইতে যাহা মাতা-পিতা এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ মৃত্যুর পর রাখিয়া যান এবং স্ত্রীলোকেরাও অংশ পাইবে তাহা হইতে, যাহা মাতাপিতা এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ মৃত্যু কালে রাখিয়া যান।" [অর্থাৎ, শুধু জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া অন্যান্য ছেলেদিগকে বঞ্চিত করিবে না। কারণ, ছেলেরাও মেয়েদেরই ন্যায় মাতা-পিতার সন্তান। শুধু বড় ছেলেকে ওয়ারিশী দেওয়া ইউরোপের রীতি। শুধু পুরুষদিগকে উত্তরাধিকার দেওয়ার রীতি ভারতে প্রচলিত আছে। শুধু কন্যাদিগকে ওয়ারিশী দেওয়ার প্রথা মালাবার ও চীনে পওয়া যায়। ইস্লাম এই সমস্ত যাবতীয় জুলুমেরই অবসান করিয়াছে এবং সকলেরই ন্যায্য অধিকার কায়েম করিয়াছে।] তারপর বলেন, "আমরা মানুষকে এই তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি যে, সে তাহার মাতাপিতার প্রতি উত্তম ব্যহার করিবে। কারণ, তাঁহারা তাহার জন্য অনেক কষ্ট করেন। বিশেষতঃ, মা গর্ভধারণ কালে এবং সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সময় অত্যন্ত কষ্ট করেন। গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সময় প্রায় ৩০ মাস দীর্ঘ। যখন মানুষ

সম্পূর্ণরূপে মজবুত হয়, অর্থাৎ ৪০ বৎসর বয়সে পৌঁছায় (তখন সে নিজে পিতা বা মাতা হইয়া মাতাপিতার পরিশ্রমের সঠিক অনুমান করিতে পারে) ঐ সময় তাঁহার মুখ হইতে এই দোয়া বাহির হওয়া উচিত: 'হে-আমার প্রভু আমাকে সামর্থ্য দাও, যেন আমি তোমার সেই অনুগ্রহের শোকর করিতে পারি, যাহা তুমি আমার প্রতি করিয়াছ এবং আমার মাতা পিতার প্রতি করিয়াছে; এবং আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে এমন কাজ করিতে পারি যদ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হও; এবং আমার সন্তানগণের ও আমার উপকারার্থে ইস্‌লাহ (সংশোধন) কর। আমি তোমার প্রতি মনোনিবেশ করিতেছি এবং আমি তোমার আজ্ঞানুবর্তিগণেরই এক জন'।"

এই সকল হক নির্ধারণ পূর্বক ইস্‌লাম অসভ্য মানুষকে সভ্য করিয়াছে এবং ন্যায়-পরায়ণতা, সুবিচার, 'আদলও ইন্‌সাফ'—কায়েম করিবার একটা দিক সম্পূর্ণ করিয়াছে। ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার যেহেতু নির্দিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া অসম্ভব ছিল, সেহেতু সর্বপ্রকার মানুষের অধিকার নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহাতে ঐ সকল হক নির্ধারণের ফলে 'আদল-ইন্‌সাফ' স্থান পায়। তারপর, মানুষের কাজকর্মকে প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তিতা হইতে মুক্তি দিয়া শরীয়ত ও যুক্তির আলোতে আনার জন্য মানুষের আপন অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। মানুষের নিম্ন ও উচ্চ উভয় অবস্থাই তাহার সম্মুখে ধরা হইয়াছে, যাহাতে সে তাহার উন্নতির মকাম দেখিয়া ঐদিকে অগ্রসর হয় এবং লাঞ্ছনা-দুর্গতি হইতে রক্ষা পায়।

স্মরণ রাখিতে হইবে, এক দিকে মানুষ নিতান্ত নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। সে অতি দুর্বল। সে একাকী তাহার কোন কাজই সম্পাদন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, সে সর্ব বস্তুর উপর কর্তৃত্ব করিতে সক্ষম। যদি যুক্তির আলো এবং শরীয়তের পথ হইতে পৃথক হয়, তবে সে ইতর জন্তুগুলির চেয়েও নীচ। যদি সে শরীয়ত ও যুক্তিকে পরিচ্ছদ রূপে গ্রহণ করে, তবে সে আহ্‌কামুল্‌ হাকেমীন রাব্বুল্‌ আলামীনের 'মহবুব'—সকল হাকিমের হাকিম বিশ্ব-প্রতিপাকের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়। খোদা-তা'লা বলেন:—

"লাকাদ্‌ খালাক্‌নাল্‌ ইন্‌সানা ফি আহ্‌সানে তাক্‌ভীম। সুম্মা রাদাদ্‌নাহু আস্‌ফালা সাফেলীন। ইল্লাল্‌-লাযীনা আমানু ও আ'মেলুস্‌-সালেহাতে ফা-লাহুম্‌ আজ্‌রুন্‌ গাইরু মাম্‌নুন।" ['সুরাহ্‌ তীন']

অনুবাদ:

"মানুষকে আমি তাহার যোগ্যতার দিকে হইতে উচ্চ পর্যায়ের শক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। তারপর, সেই মানুষকেই আমি নীচ হইতে নীচ জীব অপেক্ষাও হীন

করিয়াছি, ঐ সকল মানুষ ছাড়া, যাহারা ইমান আনে এবং বিশুদ্ধ কাজ করে—তাহাদের জন্য অনন্ত শুভ প্রতিফল আছে।" ['সুয়াহ্-তীন']

সুতরাং, এই প্রকার সন্দেহ করা সমীচীন হইবে না যে, উপরে বর্ণিত বিষয়াবলীর জন্য কোন শরীয়ত বা কোন ধর্মের প্রয়োজন কি? মানুষ কেন নিজেই এই সকল ব্যাপারে তাহার বুদ্ধি ও বিচার শক্তি দ্বারা আইন প্রণয়ন করিবে না? অবশ্য, মানুষের মধ্যে যুক্তি ও বোধ শক্তি উচ্চাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার নানা প্রকার আগ্রহ-আকাঙ্খা, প্রবৃত্তি ও যে সকল অভ্যাস তাহার জ্ঞানোদয়ের পূর্বে কুসঙ্গ, মূর্খ হিতাকাঙ্খী এবং অজ্ঞ অভিবাবক-দের দ্বারা গঠিত হয়, তাহা তাহাকে উপরের দিকে যাইতে দেয় না এবং প্রকৃত উন্নতির পথ অন্বেষণ হইতে তাহাকে বিরত করে। প্রকৃত নেকী (পুণ্য) তাহার চক্ষু হইতে গোপন হইয়া পড়ে। তদান্বেষণে তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া, বা সে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া পড়ে। সুতরাং, খোদার ফযল ও তাঁহার বিশেষ কৃপা স্বরূপ শরীয়ত ও ধর্ম অবতীর্ণ না হইলে এই বিষয়ে মানুষ কৃতকার্য হইতে পারিত না এবং মানুষের জীবনের এই বিভাগ একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিত। ইহারই প্রতি কোরআন করীমে সংকেত করা হইয়াছে ঃ

"আলাম্ নাশ্রাহ্ লাকা সাদ্রাকা, ও ওযা'না আ'ন্কা ভিয্রাকাল্ লাযি আ'ন্কাযা যাহ্রাকা, ও রাফা'না লাকা যেক্রাক্। ফা ইন্না মাআ'ল্-উ'স্রে ইয়ুস্রা। ফা-ইযা ফারাগ্-তা ফান্সাব্ ও ইলা রাব্বেকা ফার্গব।" ['সুরাহ্ আলাম্ নাশ্রাহ' ।]

অনুবাদ ঃ

"হে মানুষ, আমি কি তোমার হৃদয় প্রশস্ত করি নাই? অর্থাৎ তোমার মধ্যে উন্নতির যোগ্যতা সৃষ্টি করি নাই? তারপর আমি তোমার সেই বোঝাও অপসা-রিত করিয়াছি, যাহা তোমার কোমর ভাঙ্গিতে-ছিল। অর্থাৎ, তোমাকে প্রকৃত পবিত্রতার পথ—যাহা তুমি অভ্যাস, প্রথা ও প্রবৃত্তির উত্তেজনাদি বশতঃ অপবিত্রতা ও অন্যায় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিতে পারিতেছিলে না—তাহা তোমার জন্য আমি নিজেই বর্ণনা করিয়া তোমার ভার হ্রাস করিয়াছি এবং স্বহস্তে তুমি তোমার সম্মান ও মর্যাদাকে উচ্চ করিয়াছি। সুতরং, স্মরণ রাখিবে, যদি এই সকল নিয়মাবলী পালনে—যাহা তোমার উন্নতির উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে—তোমার কষ্ট হয়, তবে এই কষ্ট ব্যতীত প্রকৃত সুখও পাওয়া যাইতে পারে না। বরং এই সামান্য কষ্টের ফলে তুমি দুইটি সুবিধা পাইবে—একটি এ জগতে এবং অপরটি ইহলৌকিক জীবন

শেষে ঐ জীবনে, যাহা মৃত্যুর পর মানুষকে দেওয়া হইবে। সুতরাং, যখন আমি তোমার মাথা হইতে সোজা পথ জিজ্ঞাসার বোঝা অপসারিত করিয়াছি এবং তুমি এই কার্য হইতে অক্লেশে অবসর লাভ করিয়াছ, তখন তোমার উচিত এখন তোমার সম্যক শক্তি দিয়া এই প্রস্তুতকৃত পথে চল এবং তোমর স্রষ্টা ও প্রতিপালক প্রভুর দিকে যাত্রা কর।"

কেমন অল্প কথায়, শরীয়তের উদ্দেশ্য এবং মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য উপরোদ্ধৃত আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে? ইহাপেক্ষা সংক্ষেপে, উন্নত ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ কোন কথা মানুষের কল্পনায় আসিতে পারে কি?

অপর এক স্থানে আল্লাহ্-তা'লা বলেন যে, শরীয়ত কোন বোঝা নয়, বরং শরীয়তের দ্বারাই মানুষের বোঝা হাল্কা হয়। খোদা-তা'লা বলিয়াছেন:

"ইয়ুরিদুল্লাহু বেকুমুল্ ইয়ুস্‌রা-ও লা ইয়ুরিদু বেকুমুল্ উ'স্‌রা।" ['সুরাহ্ বাকারাহ,' রুকু ২৩] "ইয়ুরিদুল্লাহু আঁইয়ুখাফ্‌ফেফা আ'ন্‌কুম্ ও খুলেকাল্ ইন্‌ছানু যায়ীফা।" ['সুরাহ্ নেসা,' রুকু ৪]

অনুবাদ:

"আল্লাহ্-তা'লার অভিপ্রায় এই যে, তোমাদের সুবিধা হয়। তিনি তোমাদিগকে কষ্টে নিপতিত করিতে চাহেন না। তিনি তোমাদের ভার লঘু করিতে চান। কেননা মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

সার কথা, ধর্মের প্রথম উদ্দেশ্য, অসভ্য মানুষকে সভ্য করা। যে ধর্মই খোদা-তা'লার তরফ হইতে হইবে, এই উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করিতে পারে না এবং ইহাকে মানুষের একাকী বুদ্ধির উপর—যাহাকে ঐশী-বাণী ('অহি এলাহী') সাহায্য করিবে না—ছাড়ি ত পারে না।

এই সন্দেহ নিরাকরণের পর আবার আমি মূল বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি এবং অন্য কোন কোন প্রকার আদেশ নিষেধ —যাহা ইস্‌লাম এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য দিয়াছে এবং যাহা দ্বারা জানা যায় যে, ইস্‌লাম অনুসারে কোন্ প্রকার সভ্যতার বিস্তার ধর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—বর্ণনা করিতেছি।

স্মরণ রাখিতে হইবে, ধর্মের যেমন কর্তব্য ইহা খোদা-তা'লার যে সকল হক্ বান্দার উপর আছে তাহা কি বলিবে এবং যেমন ইহাও ইহার কর্তব্য যে, ইহা শাসন ক্ষমতা এবং শাসন প্রণালীর নীতি শিক্ষা দিবে এবং যেমন ইহার কর্তব্য সহবর্তী ঘাটিগুলিরও অনুশাসন দিবে কারণ তাহাও রাষ্ট্রের মধ্যে এক রাষ্ট্র —তেমনি ইহার ইহাও কর্তব্য যে, ইহা মানুষের ব্যক্তিগত কর্মাদির জন্য এমন বাধ্য বাঁধন নির্ধারণ করিবে, যাহার ফলে সে ফ্যাসাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নেকীর দিকে আকৃষ্ট

হইবার যোগ্যত লাভ করে। অর্থাৎ, কুঅভ্যাস, কুপ্রথা হইতে আত্ম-রক্ষা করে এবং তাহার প্রবৃত্তির উত্তেজনার সীমাবন্ধন করে, যাহাতে সে ইতর জন্তুর জীবন হইতে বাহির হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। কোরআন করীম এই কর্তব্যও পালান করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন লিখিত আয়েতগুলি পেশ করিতেছি :—

"ও কুলু ওয়াশ্‌রাবু ওলা তুস্‌রেফু।" ['সুরাহ্ আরাফ,' রুকু ৩] "ইয়া আইয়ুহান্নাসু কুলু মিম্মা ফিল্ আরদে হালালান্ তাইয়্যেবান। ['সুরহ বাকারাহ্' রুকু ৪] "ইন্নামা হার্‌রমা আলাইকুমুল্ মাইতাতা ওয়াদ্‌দামা, ও লাহ্‌মাল্ খিন্‌যিরে ওমা উহিল্লা বেহি লে-গাইরিল্লাহে।" [ঐ রুকু ২১] "ইন্নামা ইয়ুরিদুশ্‌শায়তানু আঁইয়ুকেয়া বায়নাকুমুল্ আদাওয়াতা ও আল্-বাগ্‌যাআ ফিল্ খামারে ওয়াআল্-মায়সারে ও ইয়াসুদ্দা কুম্ আন্ যেক্‌রিল্লাহে আনিস্-সালাতে, ফা-হাল্ আন্‌তুম মুন্‌তাহুন্।" [সুরাহ্ মায়েদা,' রুকু ১২] "ওয়াল্লাযীনা হুম্ লে-ফুরুযেহিম্ হাফেযুন ইল্লা আ'লা আয্‌ওয়াযেহিম্ আওমা মালাকাৎ আয়মানুহুম্ ফা-ইন্নাহুম্ গায়রু মালুমীন্। ফামানেব্-তাগা অরা-আ যালেকা, ফা-উলায়েকা হুমুল্ আ'দূন।" ['সুরাহ্ মুমেনুন', রুকু ১] "ও কু'ল্ লিল্ মুমেনীনা ইয়াগুয্‌যু মিন্ আব্‌সারেহিম্ ও ইয়াহফুযু ফুরুজাহুম, যালেকা আয্‌কা লাহুম্; ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বেমা ইয়াস্‌নাউন।" ['সুরাহ্ নূর,' রুকু ৪]

অনুবাদ :

"পানাহার করিবে এবং সীমাতিক্রম করিবে না। সীমাতিক্রমকারীদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা ভালবাসেন না। হে মানুষ, পৃথিবীতে যে সকল জিনিষ আছে, তন্মধ্যে তাহা খাও, যাহা বৈধ পবিত্র ও উপাদেয়। তিনি তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যাহা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবেহ্ করা হয়, হারাম করিয়াছেন। কোন কোন উদ্ধত ব্যক্তি চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার বীজ মদ্য ও জুয়া দ্বারা বপন করে এবং নামায ও আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে তোমাদিগকে রোধ করে। এই প্রকার ক্ষতিকর বিষয় হইতেও কি বিরত হইবে না? ইমানদারগণ তাহাদের গোপনাঙ্গের পুরাপুরি নেগাহ্‌বানী করে—বিবাহিতা স্ত্রীদের এবং বিশেষ প্রকার যুদ্ধ বান্দীদের ছাড়া কাহারো নিকট প্রকাশ করে না। কারণ, এই দুইয়ের ছাড়া যে কেহ অন্য কাহারো আগ্রহ করিবে, সে সীমা অতিক্রম করিবে।" অর্থাৎ, সে কাম উত্তেজনায় ইতর প্রাণীদের ন্যায় উচ্ছৃংখল হইয়া পড়িবে। "ইমানদারগণকে বল, তাহারা তাহাদের চক্ষু নীচু করিয়া রাখে এবং গুপ্তাঙ্গের হেফাযত

করে। ইহা তাহাদের পবিত্রতার কারণ হইবে। কারণ, আল্লাহ্-তা'লা তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত আছেন।"

সভ্যতা সংক্রান্ত আদেশবলী কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, যে পর্যন্ত ধর্ম এই প্রকার বিষয়েও পথ প্রদর্শন না করে যাহাতে মানুষের ঐ সকল সম্বন্ধ বিষয়ক অনুশাসনও থাকে, রাষ্ট্রের সহিত যে সকল বিষয়ের সম্বন্ধ নাই—যে পর্যন্ত মানুষের অপ্রকাশিত শক্তিগুলির এবং তাহার পরিবর্তনীয় অবস্থার প্রতি মনোযোগী করে না এবং মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিরও পথ প্রদর্শন করে না। কারণ, এই সকল বিষয়ের প্রতি অমনোযোগিতায়ও পৃথিবীতে বহু অনর্থ ঘটিয়া থাকে। বরং সত্য কথা এই যে, রাষ্ট্রের এতখানি অনর্থ ঘাটিতে বা এতখানি ক্ষতি হইতে পারে না, যতখানি জাতিগণের পারস্পরিক ব্যবহার ও বিষয়াশয় ফ্যাসাদ আনিয়া থাকে। মানুষ ঐ সকল উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া মনুষ্যত্বকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া পশুত্বকে গ্রহণ করে। ইস্‌লাম এই উদ্দেশ্যটির প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা হইল :—

"ইয়া-আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা-ইয়াস্‌খার কাওমুম্ মিন্ কাওমিন্ আ'সা আঁইয়াকুনু খায়রাম্ মিন্‌হুম্ ওলা নেসাউম্ মিন্ নেসাইন্ আ'সা আইয়াকুন্না খয়রাম্ মিন্‌হুন্না, ওলা-তাল্‌মেযু আন্‌কুসাকুম্ ওলা-তানাবায্ বিল্-আল্‌কাব। বি'সাল্ ইস্‌মুল্-ফুসুকু বা'দাল্ ঈমান। ওমান্ লাম্ ইয়াতুব্ ফা-উলায়েকা হুমুয্ যালেমূন। ইয়া-আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুজতানেবু কাসিরাম্ মিনায্ যান্নে, ইন্না বা'যায্ যান্না ইসমুঁ ওলা তাজাস্-সাসু ওলা ইয়াগ্‌তাব্ বায়ুকুম্ বা'যা। আ-ইয়ুহিব্বু আহাদুকুম্ আইয়া-কুলা লাহ্‌মা আখীহে মাইতান্ ফাকারেহ্‌তুমুহু, ওয়াত্তাকুল্লাহা। ইন্নাল্লাহা তাওওয়াবুর রাহীম।" ['সুরাহ্ হুজুরাত,' রুকু ২]

অনুবাদ :

"হে মোমেনগণ, একজাতি অন্য জাতিকে নিয়া তুচ্ছতাচ্ছিল্য বশতঃ ঠাট্টা করিবে না। কারণ, যদিও সেই জাতি এক সময়ে নগণ্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু এমন হইতে পারে যে, সেই জাতির মধ্যে উন্নতি করিবার এমন যোগ্যতা আছে যে এক সময়ে বিদ্রূপ-কারী জাতি হইতেও বহু বড় হওয়া প্রমাণিত করিবে। এক দল স্ত্রীলোকও অন্য দল স্ত্রীলোকের উপহাস করিবে না। হইতে পারে যাহাদের নিয়া উপহাস করা হয়, তাহারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইবে।" অর্থাৎ, সম্পূর্ণ একটা জাতি অন্য একটা সম্পূর্ণ জাতিকেও উপহাস করিবে না এবং একটা জাতির অংশ বিশেষকে নিয় অন্য

একটা জাতির অংশ বিশেষ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা ঠাট্টা করিবে না। কারণ, কোন জাতিরই ব্যক্তিগণ অন্য জাতির সমগ্র ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া জরুরী নয়, এবং কোন কোন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বও অপরিহার্য নয়। কোন জাতিরই উন্নতির উপকরণ হরণ করা হয় নাই এবং সেই জন্য তাহারা অন্য জাতি অপেক্ষা কোন সময়েই উন্নতি করিবে না, এরূপও নয়। "লোকের দোষ চর্চায় লিপ্ত হইবে না। কাহাকেও চটাইবার জন্য জঘন্য উপাধি ব্যবহার করিবে না। কারণ, যে ব্যক্তি মুমেন হইয়াছে এবং তাওবা করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে খারাপ উপাধি প্রভৃতি উচ্চারণ, জুলুম বটে। এই প্রকার কুঅভ্যাস যাহারা ছাড়িবে না বা তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে না, তাহারা ন্যায়পরায়ণ নয়। তাহারা জালেম। হে ইমানদারগণ, বেদলীল কুধারণা পোষণ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। কারণ বহু প্রমাণহীন কুধারণা গুণাহ্‌র দিকে নেওয়ার কারণ হয়। যদি সন্দেহ জনক কুধারণা কর, তবে অন্যের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং তোমরা গোপন দোষ জানার পিছনে পড়িবে না, ছিদ্রান্বেষণ করিবে না। একজন অন্য জনের অসাক্ষাতে নিন্দা করিও না। কেহ কি তাহার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ পছন্দ করিবে? ইহা তোমরা পছন্দ করিবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌কে তোমরা আশ্রয় কর। যে ব্যক্তি তাওবা করে (দুষ্কার্য হইতে নিবৃত্তির সঙ্কল্প করে) তিনি তাহার তাওবা কবুল করেন এবং তিনি পরম দয়ালু।"

এই আয়াতগুলি পারস্পারিক সম্বন্ধ সরস করিয়া তোলার মত শিক্ষা ছাড়াও ইন্‌ছানিয়তের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধেও অতি মহান শিক্ষা দিতেছে। এক জাতি অন্য জাতির ব্যক্তিদিগকে তুচ্ছ মনে করিবে না। কারণ সমগ্র মানুষ জাতিই উন্নতির পূর্ণ যোগ্যতা সহ সৃষ্টি হইয়াছে। আজ এক জাতিকে হীন বলিয়া দেখা যায়। আগামীকাল সেই জাতিই উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিলে পার্থিব উন্নতির জন্য বিস্ময়কর কুরবানী করে। সুতরাং, কোন জাতিকে এজন্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা যে, আজ ইহার জনগণ অনুন্নত, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত নয়, বা সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয় নাই—অনেক সময় বিশ্বের উন্নতির একটি শক্তিশালী উপায় হইতে বঞ্চিত করে।

ইহা একটি এমন মহান সত্য যে, কেহ ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে পরিষ্কার জানা যায় যে, এক সময়ে কোন জাতিকে হীন মনে করা হইয়াছে, অন্য সময়ে সেই জাতিই জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহক হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়ানরা আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রধান প্রসরক রূপে পরিগণিত হইতেছে। এক সময়ে তাহারা উলঙ্গ

বিচরণ করিত। তাহাদের কোনই সভ্যতা ছিল না। শিল্পকলা কিছুই ছিল না। সভ্যতার, শিষ্টতার নাম গন্ধও তাহারা জানিত না। যদি তাহাদিগকে ঐ সময়ে তখনকার সভ্য জাতিগণ কতল গারৎ করিত বা নানা প্রকার অত্যাচার দ্বারা তাহাদের উন্নতির পথ বন্ধ করিত, তবে আজ বিশ্ববাসী তাহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি এবং নিত্য নূতন গবেষণা ও আবিষ্কারাদি দেখিবার সুযোগ কোথায় পাইত, যাহা এই সকল জাতি আজিকার দুনিয়ায় সাধন করিতেছে? ইহা দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, খুবই সম্ভব এবং একান্তই সম্ভবপর যে, যে, সকল জাতিকে ইয়ুরোপীয়ানরা কৃষ্ণকায় বলিয়া ঘৃণা করে, যাহাদিগকে উৎসন্ন করিবার জন্য আজ তাহারা আপন উন্নতির গৌরবের মত্ততায় নানা প্রকার ফন্দি করিতেছে, এক দিন তাহারাই বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের চেয়েও অধিক উন্নত গবেষণা ও আবিষ্কার করিবে? [জনাব চৌধুরী সাহেব এই বক্তৃতা করেন ১৯২৪ সন। আজ ১৯৬২ সনেই জগত অন্যরূপ অবস্থা ধারণ করিয়াছে এবং অনেক অনুন্নত জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। —সঃ আঃ]

বস্তুতঃ, এই আদেশ দ্বারা ইস্‌লাম মানুষের চক্ষু হইতে একটা পর্দা অপসারণ করিয়াছে। তাহার সম্মুখে মানুষ জাতির স্বাভাবিক ঐক্য, সংহতি এবং অপ্রকাশিত যোগ্যতার দৃশ্য উপস্থিত করিয়া প্রেম, সদাচার ও সভ্যতার উন্নতির জন্য একটা নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছে এবং অত্যাচারের সমুদয় পথই বন্ধ করিয়াছে, যাহা এক জাতি তাহার সাময়িক উন্নতি দেখিয়া অন্য জাতিদের উপর করে এবং তাহাদের উন্নতির গৌরব ও অন্য জাতিদের অনুন্নত অবস্থা দর্শনে এই অত্যাচারকে বোধ করিতে পারে না এবং ইহার দোষগুলিকেও বুঝিতে পারে না এবং এইরূপে তাহারা একটি অপবিত্র কার্যকে ভাল কাজ বলিয়া মনে করে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

ধর্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, নীচও অপবিত্র আচরণ—যাহা সভ্যতাকে ধ্বংস করে—তাহা হইতে মানুষকে পবিত্র করিবার পর তাহাকে সাধু চরিত্রের দিতে আনয়ন করা। কারণ যখন আমরা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করি, তখন আমরা শুধু ইহাই জানিত পারি না যে তাহার মধ্যে সভ্যতার যোগ্যতা আছে—অর্থাৎ মনের উপর তাহার এমন কর্তৃত্ব আছে যে, পরস্পরের মিলিয়া মিশিয়া থাকায় যে সকল বাধা বিপত্তি আছে এবং তৎফলে বিরোধ ও অনৈক্য ঘটা সম্ভপর—দূর করিতে পারে, বরং ইহার চেয়েও বড় তাহার

মধ্যে এই গুণ পাওয়া যায় যে, সে অন্যের জন্য অন্যের কোন হক্ আছে বলিয়া নয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার নিজের হক্ কুরবান করিতে পারে এবং অন্যকে উন্নত করিবার জন্য নিজের ধন প্রাণ অকাতরে উৎসর্গ করিতে পারে। ইহা সামাজিকতার উপরের বস্তু। ইহাকে উন্নত মহৎ চরিত্র বলা যায়। কারণ এই প্রকার চরিত্র মাহাত্য যাহার থাকে, সে যেন এক হিসাবে খোদা-তা'লার প্রতীক হইয়া পড়ে—বিশ্বের আশ্রয় হয় এবং বিশ্ব-প্রতিপালক হইতে বিশ্ব-প্রতিপালন ক্রিয়া নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া ক্ষুদ্রাকারে তাহার শক্তি ও সামর্থ্যের আয়তনের মধ্যে বিশ্ব-পালনে ব্যপৃত হয়।

এই প্রেরণার স্থূল ও স্বভাব সিদ্ধ দৃষ্টান্ত সন্তানের প্রতি মাতাপিতার ব্যবহারে পাওয়া যায়। তাঁহারা সন্তানের কোন অধিকার ছাড়াই তাহার জীবনের যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করেন, যাহা সভ্যতা দাবী করে। তাঁহারা সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেন। সেই জন্য তাঁহারা ধন প্রাণ সব কুরবান করিয়া থাকেন। যদিও এই প্রেরণায় ইতর প্রাণীরাও মানুষের সঙ্গে শরিক,—কারণ তাহারাও তাহাদের সন্তানের জীবন ভাল করিবার জন্য যত্ন করে, কিন্তু মানুষের এবং ইতর প্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই প্রেরণটি স্বভাব রূপে ও সীমাবদ্ধকারে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ, তাহাদের এই সম্বন্ধ শুধু দৈহিক সম্পর্ক মাত্র। তাহা নীচে হইতে উপরের দিকে যায় না। উপর হইতে নীচের দিকে আসে মাত্র। অর্থাৎ, মাতাপিতা তো সন্তান প্রতিপালন করে, কিন্তু সন্তান মাতাপিতাকে পালন করে না। সন্তান কর্তৃক মাতাপিতার ভরণ পোষণ একটি চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইহা সমাজিক বা স্বভাবসিদ্ধ কাজ নয়। এই জন্য পৃথিবীতে এমন কোন মাতাপিতা পাওয়া যাইবে না, যাঁহারা সন্তান প্রতিপালন করেন না। কিন্তু এই প্রকার সন্তান পাওয়া যায়, যাহারা মাতাপিতার প্রতি তাকায় না—তাহারা তাঁহাদের কোন খুঁজ খবর নেয় না। ইহার কারণ এই যে, মানুষই হউক বা মানবেতর জীবই হউক প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এই বৃত্তি নিহিত রহিয়াছে যে, সে তাহার জাতি রক্ষার চেষ্টা করে। প্রাণী মাত্রই তাহার বংশ বৃদ্ধি করিতে চায়। এই স্বাভাবিক প্রেরণা বশতঃ মাতাপিতা সন্তানের ভরণ পোষণ করেন, যদিও অন্যান্য স্বাভাবিক প্রেরণার ন্যায় তাঁহারা ইহার কারণ অবগত না হইলেও শুধু একটা প্রেরণা হিসাবে ইহা তাঁহাদের মধ্যে কার্য করিতে থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীত, সন্তানের কোন স্বাভাবিক প্ররণা মাতাপিতাকে ভরণ পোষণ করিবার জন্য থাকে না। কারণ মাতাপিতা প্রকৃতির তাড়নায় সন্তানের যে উপকার করিবার ছিল, করিয়াছেন। এখন প্রকৃতি ইহা কায়েম

রাখিতে চায় না। ইহাকে লোপ করিতে চায়। কারণ তাঁহারা তাঁহাদের কার্য সমাপণ করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে একটা ভার স্বরূপ। সুতরাং, তাঁহাদের সেবার্থে তাহাদের হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রেরণা জন্মে না। শুধু চরিত্রই সেই জিনিষ যাহা তাঁহাদের সেবার জন্য তাহাদিগের পথ প্রদর্শন করে। ইহারই ফলে, ইতর জন্তুগুলির মাতৃ-পিতৃ সেবার কোন ধারণা নাই এবং মানুষের মধ্যেও শুধু ঐ মানুষেই ইহার প্রতি লক্ষ্য করে, যে নীতির নিকট মাথা নত করে এবং শুধু স্বাভাবিক প্রেরণা বা সামাজিক তাকিদেরই মাত্র ভক্ত নয়।

যাহা হউক, এই প্রেরণার স্থূল দৃষ্টান্ত, মাতাপিতা কর্তৃক সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিলে পরিদৃষ্ট হয়। কারণ ইহা শুধু সামাজিক তাকিদের উপরেই নির্ভর করে না, বরং উহার চেয়েও উপরে ইহার ভিত্তি—নৈতিক চরিত্রের উপর। কারণ স্বাভাবিক প্রেরণা পূর্ণ করিবার পর অতিরিক্ত ত্যাগ স্বীকার পূর্বক তাঁহারা এই কার্য সম্পন্ন করেন। এজন্য তাঁহাদের ধন প্রাণ উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এমন বহু মাতাপিতা আছেন, যাঁহারা সন্তানের শিক্ষার জন্য আজীবন দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করেন। তাঁহাদের সমস্ত আয় সন্তানের মানসিক উন্নতির জন্য ব্যয় হয় এবং এই কুরবানীর পরিবর্তে তাঁহাদের বাহ্যিক কোন লাভের আশা থাকে না। কারণ তাঁহারা এত দুর্বল হইয়া পড়েন যে, মৃত্যু তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহারা প্রতি মুহূর্তে এপৃথিবী হইতে বিদায়ের অপেক্ষা করেন।

বস্তুতঃ, ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে সভ্যতার কানুন তৈরী ছাড়া ধর্মের ইহাও একটি উদ্দেশ্য যে, ইহা উচ্চ নৈতিকতা শিক্ষা দিবে, যাহার ভিত্তি হইবে উপকারের প্রতীক্ষা ছাড়া উপকার করা এবং নিকটাত্মীয়ের প্রতি উত্তমাচরণ করার ন্যায় অন্য সকলের প্রতিই সদাচরণ করা। আমি উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, এই উচ্চ শ্রেণীর যোগ্যতাও মানুষের প্রকতির মধ্যে গাচ্ছিত আছে। উহা শুধু আস্‌মানী হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের মুখাপেক্ষী, যাহাতে তদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ ঐ সকল নূতন নূতন উন্নতির প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাহা সামাজিকতার উর্ধে এবং সামাজিক ক্রিয়া হইতে বহু সূক্ষ্ম ও অধিক স্থায়ী। দৃষ্টান্তস্থলে, আমরা দেখিতে পাই, মাতাপিতার মধ্যে সন্তানের জন্য এই

প্রকার নৈতিক কুরবানীর আগ্রহ ছাড়াও উন্নত চারিত্রিক শিক্ষার দ্বারা এই সম্পর্ককে বহু ব্যাপক করা যায় এবং অন্য লোকের জন্য তাহাদের কোন হক্ ছাড়াও অর্থাৎ যাহা ন্যায়তঃ তাহারা পাওয়ার অধিকারী তাহা বাদেও শুধু অনুগ্রহ ('এহসান') হিসাবে, কখনো খাতির রূপে, কখনো আন্তরিক আগ্রহ রূপে, কখনো আর্থিকভাবে করা হয়। কখন কখন এই সম্বন্ধ অধিকতর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হইয়া এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তাহাতে মানুষ বিশেষ আনন্দ বোধ করে এবং একথাও ভুলিয়া যায় যে সে কাহারো কাজ তাহার কোন দাবী ছাড়াই করিতেছে, বরং উপকারের প্রতীক্ষা ছাড়া উপকার করিবার (অর্থাৎ এহসানের) স্পৃহা তাহার মধ্যে এমনিভাবে অধিকার লাভ করে যে, তাহার স্বাভাবিক প্রেরণাগুলির ন্যায় হইয়া পড়ে। ইহা পরিত্যাগ করা তো দূরের কথা। সে ইহাও সহ্য করিতে পারে না যে, কেহ তাহাকে অন্যের জন্য আপনাকে এই প্রকারে কষ্টে নিপতিত করিতে নিষেধ করে। কারণ, সে প্রেম ও সহানুভূতির আতিশয্যে এই প্রকার নিষেধ বা উপদেশকে অহিতাকাঙ্খা মনে করে। মাকে যেমন তাঁহার সন্তানের জন্য "কষ্ট দ্বারা অসুস্থ হইয়া পড়িবেন না" বলিয়া কেহ উপদেশ দিলে তিনি অপছন্দ করেন, তেমনি উল্লিখিত ব্যক্তিকেও 'এহসান' করিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করে, তাহাকে তিনি হিতাকাঙ্খী মনে করেন না এবং জীবনের সর্বাক্ষেপা উৎকৃষ্ট গুণ ও সৌন্দর্য শুধু এহসানেই তাঁহাদের গোচরীভূত হয়, অর্থাৎ মানুষের উপকারার্থে জীবন উৎসর্গ করায় এবং মানুষের উন্নতির জন্য যত্নবান হওয়ায় – অন্য কথায়, খোদার প্রতিপালন বাচক গুণের প্রতীক হওয়ায়। এই উদ্দেশ্যের প্রতি নির্দেশ কোরআন করীমের নিম্ন-লিখিত আয়েতে আছে :—

"আলিফ লাম্ রা। কেতাবুন্ আন্যালনাহু ইলাইকা লেতুখ্রেজান্-নাসা মিনায্ যুলুমাতে ইলান্ নূরে, বে-ইয্নে রাব্বেহিম্ ইলা সেরাতিল্ আজীযিল্ হামীদ। আল্লাহুল্লাযী লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতে ও মা ফিল্ আর্দে ও ওয়ায়্লুল্ লিল্-কাফেরীনা মিন্ আযাবিশ্ শাদীদেনেল্লাযীনা ইয়াস্তা-হিব্বুনাল্ হায়াতাদ্-দুন্য়্যা আলাল্ আখেরাতে ও ইয়াসুদ্দুনা আন্' সাবিলিল্লাহে, ও ইয়্যাব্গাওনাহা এওয়াজা।

উলায়েকা ফি যালালিম্ বায়ীদ। ও মা আরসাল্‌না মির্ রাসুলিন্ ইল্লা বেলেসানে কাওমিহি লে-ইয়ুবাইয়্যেনা লহুম্, ফা-ইয়ুযিল্লুল্লাহু মাঁইশাউ ও ইয়াহ্‌দি মাঁই-য়্যেশাউ, ও হুয়াল্ আযীযুল্ হাকীম্। ও লাকাদ্ আর্‌সাল্‌না মূসা বে-আয়া-তেনা আন্ আখ্‌রেজ্ কাওমাকা মিনায্ যুলুমাতে ইলান্ নূরে ও যাক্কেরহিম্ বে-আইয়্যামিল্লাহ।"

[সুরাহ্ ইব্রাহীম,' রুকু ১]

অনুবাদ ঃ

"এই কেতাব। ইহাকে আমি তোমার নিকট এজন্য অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে তুমি লোকদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির কর এবং তোমার এই কাজ তাহাদের প্রকৃত মালিক ও মুরব্বি—তাহাদের পরম অধিশ্বর ও অভিবাবকের আদেশে নির্বাহ হয়, যাহাতে তাহারা ঐ পথে আসিতে পারে, যাহা সর্বশক্তিমান ও পরম প্রশংসাময় খোদার পথ। ভাল, যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত, তারপর যাহাকে আমি জীবন দান করি (অর্থাৎ তাহার জন্য এই প্রকার নূর নির্ধারণ করি) যাহা নিয়া সে লোকের মধ্যে চলাফেরা করে (অর্থাৎ, সমস্ত বিষয়াশয়ের মীমাংসা করে), সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারে—যাহার চারি দিকই আঁধারে পরিবৃত এবং তাহা ছাড়িয়া সে বাহির হইতে পারে না? এই প্রকার খারাপ অবস্থা ঐ অস্বীকারকারীদের হয়, যাহাদের নিকট দুষ্কর্ম ভাল বলিয়া প্রতীয়-মান হয়। আমি মুসাকে আমার নিদর্শন সমূহ দিয়া এই উদ্দেশ্য পাঠাইয়াছিলাম যে, মুসা তাহার জাতিকে আঁধার রাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং খোদার পুরস্কারারের দিনগুলি তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া দেয়।" অর্থাৎ, খোদা-তা'লার তরফ হইতে যত ধর্ম কায়েম হইয়াছে, উহাদের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আনে এবং লোকদিগকে এদিকে মনোযোগী করে যে, তাহারা তাহাদের যোগ্যতানুসারে লোকের উপকার করে এবং ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে, যে আলো হাতে নিয়া শুধু নিজেই পথ দেখে না, বরং যখন সে কোন আলো পায় তখন "ইয়াম্‌শি-বেহি ফিন্‌নাস" [সুরাহ্ আন্‌আম,' রুকু ১৫] "সে লোকের মধ্যে

ঘুরিয়া বেড়ায়, সকলকেই সেই আলোর অংশী করে এবং তাহার জীবনকে লোকের জন্য উৎসর্গ করে।" অন্যত্র মুসলমানগণ সম্বন্ধে খোদা-তা'লা বলেন :

"কুন্‌তুম খায়রা উম্মাতিন্ উখ্‌রেজাৎ লিন্‌-নাসে।" ['সুরাহ্ আলে-ইমরাণ,' রুকু ১২]

অর্থাৎ, "তোমরা সকল উম্মতের শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ এই যে, তোমাদিগকে উত্থিত করায় আল্লাহ্-তা'লার ইহাই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের জীবন ও কর্ম মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ হয় এবং তোমাদের নিকট আশা করা যায় যে, তোমারা নিজকে ভুলিয়া বিশ্বের উন্নতি, বিশ্বের অগ্রগতির আসক্ত হও।"

বিস্তৃতভাবে যে সকল আদেশ ইস্‌লাম এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দিয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোনটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। আল্লাহ্-তা'লা বলেন :

"খুয্ মিন্ আম্‌ওয়ালেহিম্ সাদাকাতান্ তুতাহ্‌হেরুহুম্ ও তুযাক্কিহিম্ বেহা।" ['সুরাহ্ তাওবা,' রুকু ১০]

অর্থাৎ, "হে নবি, তুমি অর্থশালী লোকের নিকট হইতে টাকা নেও এবং এই প্রকারে তাহাদের দেল্ পবিত্র কর এবং জাতির অনুন্নত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সেই অর্থ দ্বারা উন্নত কর।" সেইরূপ, আল্লাহ্-তা'লা বলেন :

"ওফি আম্‌ওয়ালেহিম্ হাক্‌কুন্ লিস্-সায়েলে ও-আল্-মাহ্‌রুম।" ['সুরাহ্ জারেইয়াত,' রুকু ১]

অর্থাৎ, "পূর্ণ-মুসলমান তাহার অর্থে গরীব, মিস্‌কীনের হক্ আছে জ্ঞান করে এবং তাহাদেরও হক্ আছে বলিয়া জানে যাহারা মুক, বা লজ্জাশীল এবং লজ্জায় চাহিতে পারে না, বা মুক জীব জন্তু—যাহারা তাহাদের প্রয়োজন প্রকাশ করিতে পারে না।" সেইরূপ, খোদা-তা'লা বলেন :

"ও মিম্মা রাযাক্‌নাহুম্ ইয়ুন্‌ফেকুন" ['সুরাহ্ বাকারা,' রুকু ১]

"খাঁটি মুসলমানগণের কর্তব্য, তাহারা যে সকল সম্পদ ('নেমাত') প্রাপ্ত হয়, দৈহিক হউক, জ্ঞান বিষয়ক হউক, কিংবা আর্থিক হউক লোকের হিতার্থে তাহারা তাহা ব্যয়

করিবে।" সেইরূপ বলিয়াছেন :

"ও ইয়ুৎএমুনাৎ-তাআ'মা আ'লা হুব্বেহি মিস্‌কিনাঁও ও এতীমাঁও ও আসীরা।"

['সুরাহ্‌ দহর,' রুকু ১]

অর্থাৎ, ইস্‌লামের শিক্ষানুসারে যাহারা চলে, তাহাদের কর্তব্য, তাহারা মিস্‌কীন, এতীম এবং বন্দীদিগকে খাবার দিবে এবং ইহা এভাবে সম্পাদন করিবে যে, ইহার ফলে তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিদান চাহিবে না, বরং তাহাদের অন্তঃকরণে খাবার দেওয়া এবং দরিদ্রের সেবার যেন একটি দুর্নিবার আগ্রহ জন্মে এবং এই কাজ তাহাদের নিকট ভাল বোধ হয়। বস্তুতঃ, ধর্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, লোককে উন্নত চরিত্রের দিকে নিয়া যাওয়া এবং ব্যক্তিগত কুরবানী ও ত্যাগের স্পৃহা জন্মান। ইস্‌লাম এই উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যকে ও এই বিষয়ক শিক্ষাকে পরিষ্কারভাবে লোকের সামনে পেশ করিয়াছে।

[আগামী বারে ইনশাঅল্লাহ্‌ সমাপ্য]

মুদ্রণ-ভুল

১৫ই ডিসেম্বর সংখ্যা 'আহ্‌মদী' কভার প্রথম পৃষ্ঠায় তারিখ '৩০শে নবেম্বর' ভুল ছাপা হইয়াছে। সে জন্য আহ্‌মদীর ম্যানেজিং বিভাগ একান্ত দুঃখিত। গ্রাহকগণ স্ব স্ব সংখ্যায় সংশোধন করিয়া নিন।

বিনীত—
ম্যানেজার

'আহমদীর' চাঁদা যাঁহার বকেয়া আছে, পরিশোধ করুন।
'আহ্‌মদীর' নূতন গ্রাহক দিন।

বিনীত—
ম্যানেজার

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহ্‌মদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	২৫৲
„ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	„	১৫৲
„ সিকি কলম	„	৮৲
„ কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	„	৭০৲
„ „ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	২৫৲
„ „ ৪র্থ পূর্ণ	„ „	৮০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors. 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar*